গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়
টাস্কফোর্স
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বিষয়ঃ বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, বালু, তুরাগ ও দেশের গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য নদ-নদীর নাব্যতা এবং নদীর স্বাভাবিক গতিপ্রবাহ অব্যাহত রাখা সংক্রান্ত টাস্কফোর্স এর ৩২ তম সভার কার্যবিবরণী ।

সভাপতি	ঃ	শাজাহান খান, এমপি মন্ত্রী, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়
তারিখ	ঃ	১৪ জুলাই, ২০১৬ খ্রিষ্টাব্দ।
সময়	ঃ	সকাল ১০.০০ টায়
সভার স্থান	ঃ	মন্ত্রণালয়ের সভা কক্ষ।
উপস্থিত সদস্যদের তালিকা	ঃ	পরিশিষ্ট 'ক'।

সভার শুরুতে সভাপতি, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী শাজাহান খান এম.পি সভায় উপস্থিত ইঞ্জিনিয়ার খন্দকার মোশারফ হোসেন, মাননীয় গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রী, জনাব জনাব আনিসুল ইসলাম মাহমুদ, মাননীয় পানি সম্পদ মন্ত্রী, জনাব আনোয়ার হোসেন , মাননীয় পরিবেশ ও বন মন্ত্রী, জনাব সামসুর রহমান শরীফ , মাননীয় ভূমি মন্ত্রী, জনাব নসরুল হামিদ, মাননীয় বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী, মাননীয় সংসদ সদস্য সানজিদা খানম এবং মন্ত্রণালয়/বিভাগ সমূহের সচিব/উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি টাস্কফোর্স গঠনের প্রেক্ষাপট র্বণনা করে বলেন যে, নদী আমাদের প্রান। এ সরকারের সময় মানুষের স্বার্থে নদীকে ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। নদী বাঁচানোর জন্য এ প্রচেষ্টায় অবদান রাখার জন্য তিনি সকলকে ধন্যবাদ জানান। অতঃপর তিনি সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়কে সভার কার্যক্রম শুরু করার জন্য আহ্বান জানান। সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় সকলকে স্বাগত জানান এবং সভার আলোচ্য সূচী অনুযায়ী কার্যপত্র উপস্থাপন করেন। সভায় বিগত ৩১ তম সভার কার্যবিবরণী কোন সংশোধন প্রস্তাব না থাকায় সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ করা হয়। সভায় ৩১তম সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পযালোচনা করা হয়।

০২। বিগত ৩১তম সভার ১নং সিদ্ধান্ত ও ৪নং আলোচ্যসূচী বিষয়ে জেলা প্রশাসক, ঢাকা সভায় জানান যে, এ বিষয়ে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান কর্তৃক সভা করা হয়েছে। উক্ত সভায় জরিপ কার্যক্রম সম্পন্নের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হবে মর্মে সিদ্ধান্ত হয়েছে। অদ্যাবধি কমিটি গঠনের পত্র পাওয়া যায়নি। কমিটি গঠন করা হলেই জরিপ কার্যক্রম শুরু করা হবে। এ প্রসংগে চেয়ারম্যান, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন বলেন,

আগামি সভার আগেই কমিটি গঠন করে কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।তিনি বলেন যে, নদীর সি এস ম্যাপ সংগ্রহ করা হচ্ছে। সি এস ম্যাপের ভিত্তিতে নদীর সীমানা নির্ধারণ করা হবে। মাননীয় ভূমি মন্ত্রী বলেন যে, আদালতের নির্দেশনা মোতাবেক স্থাপিত পিলারগুলো আবার অপসারিত হয়ে যাচ্ছে। অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদে জেলা প্রশাসক আরও সক্রিয় হলে অবৈধ দখল কমে আসবে। সিকস্তি ও পয়স্তি জমি সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকবে। তিনি আরও বলেন যে, যারা নদী দখল করবে তারা সম্পদশালী ও প্রভাবশালী তাদেরকে আইনের আওতায় আনতে হবে। টাস্কফোর্সের মূল চ্যালেঞ্জ হল নদীর সীমানা নির্ধারণ এবং তা বাস্তবায়ন করা। সেজন্য সবাইকে আন্তরিকভাবে প্রচেষ্টা চালাতে হবে। তিনি নদীর সকল CS ম্যাপের কপি সরবরাহ করার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন।

০৩। বিগত সভার ২নং সিদ্ধান্ত ও ৩ নং আলোচ্যসূচী হাজারীবাগ ট্যানারী স্থানান্তর বিষয়ে অতিঃ সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয় সভাকে অবহিত করেন যে, দুই (০২) টি ট্যানারী বিদ্যুতের সংযোগ পেয়েছে। ছাব্বিশ (২৬) টি ট্যানারী বিদ্যুতের সংযোগ ফি ব্যাংকে জমা দিয়েছে। ওয়াটার টিট্রমেন্ট প্লান্টে বিদ্যুৎ সংযোগ পাওয়া গেছে। একশত দুই (১০২) টি ট্যানারী গ্যাসের জন্য প্রাথমিক আবেদনপত্র দাখিল করেছে। ১২/১৩ টি সাধারণ শর্তাবলী পূরণ না করতে পারায় উল্লেখিত ট্যানারীগুলি এখন পর্যন্ত গ্যাস সংযোগ পায়নি। একশত সাইত্রিশ (১৩৭) টি ট্যানারীতে পানির মিটারের পিট স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও ত্রিশ (৩০) টি ট্যানারী ওয়েট-ব্লু মেশিন স্থাপন করেছে। সভাপতির জিজ্ঞাসার জবাবে অতিঃ সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয় জানান যে, আগামি কোরবানি ঈদে ৩০(ত্রিশ)টি ট্যানারী সাভারে চামড়া প্রক্রিয়া করবে মর্মে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক, চামড়া শিল্প নগরী, শিল্প মন্ত্রণালয় বলেন যে, ১৫৬(একশত ছাপ্পান্ন)টি ট্যানারীর মধ্যে ৬১(একষট্টি)টি ট্যানারীর ভবন নির্মাণ শেষ হয়েছে। তারা ইচ্ছা করলে অতি অল্প সময়ে সাভারে ট্যানারী স্থানান্তর করতে পারে। বাপা প্রতিনিধির জিজ্ঞাসার জবাবে তিনি জানান যে, Crome Recovery Plant এর যন্ত্রপাতি চীন থেকে আসছে। আগামি ২(দুই) মাসের মধ্যে স্থাপন করা হবে। মাননীয় পরিবেশ ও বন মন্ত্রী ট্যানারীগুলো কার্যক্রম শুরু করার আগে পরিবেশ ছাড়পত্র গ্রহণের বাধ্যবাধকতার বিষয়টি উল্লেখ করেন এবং দ্রুততার সাথে ছাড়পত্র প্রদানে সর্বাত্মক সহায়তা প্রদানের জন্য মহাপরিচালক পরিবেশ অধিদপ্তরকে নির্দেশনা প্রদান করেন। সভাপতি আগামি ০৩/০৮/২০১৬ তারিখ মাননীয় মন্ত্রীবৃন্দসহ সাভার ট্যানারী শিল্প এলাকা পরিদর্শনের প্রস্তাব করেন। সভায় উল্লিখিত প্রস্তাবে সবাই ঐকমত্য পোষণ করেন।

০৪। বিগত সভার ৩নং সিদ্ধান্ত আদি বুড়িগঙ্গাঁ নদী জরীপ প্রসংগে জেলা প্রশাসক, ঢাকা বলেন যে, বুড়িগঙ্গা আদি চ্যানেলের জরিপ প্রতিবেদন মহামান্য আদালতে দাখিল করা হয়েছে। আদালত হতে কোন নির্দেশনা পাওয়া যায় নি। সভায় আদালতের নির্দেশনা গ্রহণ করে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করা হয়।

০৫। বিগত সভার ৪নং সিদ্ধান্ত কক্সবাজারের বাকঁখালী নদীতে ঘোষিত নদী বন্দর এলাকার জমি অবিলম্বে বিআইডব্লিউটিএ-কে হস্তান্তরের বিষয়ে জেলা প্রশাসক, কক্সবাজারের প্রতিনিধি সভায় দীর্ঘদিন পূর্বে এ প্রক্রিয়া গ্রহণ করায় বর্তমানে অনেক পরিবর্তন হয়েছে উল্লেখ করে নুতন জরিপের মাধ্যমে বন্দর ঘোষণার পদক্ষেপ গ্রহণের

প্রস্তাব করেন। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ এ বিষয়ে আপত্তি উত্থাপন করে বলেন যে, বন্দর ঘোষণার সকল কার্যক্রম প্রায় শেষ পর্যায়ে। সভাপতি চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ-কে এ বিষয়ে জেলা প্রশাসক, কক্সবাজারের সাথে আলোচনা করে নিস্পত্তি করার পরামর্শ প্রদান করেন।

০৬। বিগত সভার ৫নং ও ৬ নং সিদ্ধান্ত ও ৫ নং আলোচ্যসূচী পাবনা জেলার বড়াল নদীর উপর নির্মিত বাঁধ ও রাস্তা অপসারণ সংক্রান্ত বিষয়ে সভায় জানানো হয় যে, নাটোর ও পাবনা জেলার উপর দিয়ে প্রবাহিত বড়াল নদীর নাব্যতা ও পানি প্রবাহ চলমান রাখার স্বার্থে মহামাণ্য হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী পাবনা জেলার চাটমোহর উপজেলাধীন আলোচিত চার (০৪) টি ক্রস বাধেঁর মধ্যে পাবনা সেচ ও পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প ,বাপাউবো পাবনা কর্তৃক মথুরা-দোহারপাড়ায় নির্মিত আড়াআড়ি বাধঁটি সম্পূর্ণরুপে অপসারণ করার ফলে বড়াল নদীর সহিত চলনবিলের আংশিক সংযোগ স্থাপিত হয়েছে। এ ছাড়া নতুন বাজার ক্রস বাধেঁর অপসারন এবং বোথর নামক স্থানের ক্রস বাধঁ সরিয়ে ব্রীজ নির্মাণের লক্ষ্যে পাবনা স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। সড়ক ও মহাসড়ক বিভাগের প্রতিনিধি সভায় জানান যে, পাবনা সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক রামনগর ঘাটের ক্রসবাধঁ অপসারণ ও ব্রীজ নির্মাণ কাজের উদ্যোগ চলমান রয়েছে। প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্ত কে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়েচে। ইহা ব্যতিরেকেও বড়াল নদীটির নাব্যতা রক্ষা ও আনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধা প্রণয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান (IWM) কে Feasibility Study করার জন্য নিয়োজিত করা হয়েছে। উল্লেখিত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ইতোমধ্যে এই ব্যাপারে সার্বিক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সুপারিশের আলোকে পরবর্তী ব্যবস্থা গৃহীত হবে। চেয়ারম্যান , জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন সভায় জানান যে, চারঘাটে চ্যানেলের গভীরতা বৃদ্ধির জন্য টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে।বড়াল নদীর জায়গায় ১৯ টা প্লট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে, যা বাতিল করা প্রয়োজন। এ'ছাড়া সিরাজগঞ্জে নদী দখল হচ্ছে। সভায় দ্রুত বাঁধ ৪টি অপসারণ, প্লটের বরাদ্দ বাতিল ও নদী দখল রোধের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ জানানো হয়।

০৭। বিগত সভার ৭নং সিদ্ধান্ত বিষয়ে জেলা প্রশাসক, ঢাকা জানান যে, প্রত্যাশী সংস্থার নিকট হতে প্রস্তাব পাওয়া যায় নি। সভায় এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সংস্থা সমূহ কার্যক্রম গ্রহণ করে পরবর্তী সভায় প্রতিবেদন উপস্থাপন করবে মর্মে ঐকমত্য পোষণ করা হয়।

০৮। ৬ নং আলোচ্যসূচী বিষয়ে চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ বলেন যে, গাবখান খাল তীরবর্তী জায়গায় ইকোপার্ক স্থাপনের জন্য একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে দায়িত্ব প্রদানের কাজ চলছে। বড়াইগ্রামেও এ বছর কাজ হাতে নেয়া হবে। সভায় দ্রুত ইকোপার্ক দুটি স্থাপনের জন্য বিআইডব্লিউটিএ-তে অনুরোধ জানানো হয়।

০৯। ৮ নং আলোচ্যসূচী বিষয়ে মাননীয় গৃহায়ন ও গনপূর্ত মন্ত্রী বলেন, বুড়িগঙ্গার তীর দিয়ে রাস্তা করে স্থানে স্থানে বিন স্থাপন করতে হবে যেন কেউ নদীতে বর্জ্য না ফেলে। এ'ছাড়া সকল সুয়ারেজ লাইনকে পাগলা সুয়ারেজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট এ সংযুক্ত করতে হবে। সভায় এ বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করা হয়।

১০। ৯ নং আলোচ্যসূচী বিষয়ে মাননীয় সংসদ সদস্য জনাবা সানজিদা খানম বলেন যে, শ্যামপুরে ডাইং শিল্পগুলোর সেন্ট্রাল ই টি পি প্রস্তুতের জন্য এম ডি ওয়াসা মহামান্য হাইকোর্টে জমি প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু আজও জমি না পাওয়ায় ই টি পি প্রস্তুত করা যায়নি। ফলে পরিবেশ থেকে কারখানাগুলোকে জরিমানা করা হচ্ছে/বন্ধ করে দেয়া হচ্ছে। তিনি অবিলম্বে ওয়াসাকে জমি প্রদানের অনুরোধ জানান। মহাপরিচালক , পরিবেশ অধিদপ্তর বলেন যে, শ্যামপুরে ই টি পি স্থাপন অত্যন্ত প্রয়োজন। এম ডি ওয়াসা সভায় জানান যে, প্রস্তাবিত জমিতে ইতোমধ্যে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে প্রকল্প গশ্বহণ করা হয়েছে। সভায় শ্যামপুরে রাজউকের খালি প্লটে সেন্ট্রাল ই টি পি স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়। মাননীয় গৃহায়ন ও গনপূর্ত মন্ত্রী এ বিষয়ে সর্বাত্মক সহায়তার আশ্বাস প্রদান করেন।

১১। সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয় ঃ

ক্রমিক নং	সিদ্ধান্তসমূহ	বাস্তবায়ন
০১।	জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন কমিটি গঠন এবং সি এস ম্যাপ সংগ্রহ করে ঢাকার চারপাশের নদী জরীপ কাজ সম্পন্ন করবে।	জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন।
০২।	স্বল্পতম সময়ের মধ্যে সাভার ট্যানারী শিল্প এলাকায় হাজারীবাগের ট্যানারী শিল্প স্থানান্তর নিশ্চিত করতে হবে। টাস্কফোর্সের সদস্য মাননীয় মন্ত্রীবৃন্দ আগামি ০৩ আগষ্ট, ২০১৬ সাভার ট্যানারী শিল্প এলাকা সরজমিনে পরিদর্শন করবেন।	শিল্প মন্ত্রণালয়/পরিবেশ অধিদপ্তর/প্রকল্প পরিচালক,ট্যানারী শিল্প প্রকল্প/বাপা/পবা।
০৩।	আদালতে দাখিলকৃত আদি বুড়িগঙ্গাঁ নদী জরীপ প্রতিবেদন এর প্রেক্ষিতে আদালতের প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসারে সীমানা নির্ধারণ করতে হবে।	জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন/ভূমি রেকর্ড ও জরীপ অধিদপ্তর / বিআইডব্লিউটিএ/জেলা প্রশাসক, ঢাকা।
০৪।	কক্সবাজারের বাকঁখালী নদীতে ঘোষিত নদী বন্দর এলাকার জমি	বিআইডব্লিউটিএ/ জেলা প্রশাসক,

	অবিলম্বে বিআইডব্লিউটিএ-কে হস্তান্তরের বিষয়ে বিআইডব্লিউটিএ জেলা প্রশানক , কক্সবাজারের সাথে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিবে।	কক্সবাজার।
০৫।	বড়াল নদীর ক্রসবাঁধসমূহ দ্রুততার সাথে অপসারণ করতে হবে। নদীর জমিতে প্রদত্ত বরাদ্দ বাতিল করতে হবে। অবিলম্বে নদী নদীর অবৈধ উচ্ছেদ করতে হবে। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ বড়ালের বেইলি সেতু নির্মাণ ও বাঁধ অপসারনের জন্য অবিলম্বে ২২৫.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করবে।	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর , সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, জেলা প্রশাসক, রাজশাহী/পাবনা/নাটোর।
০৬।	র‍্যাব ও নৌ-পুলিশের জন্য জমি অধিগ্রহণের জন্য প্রত্যাশী সংস্থা অবিলম্বে জমির চাহিদা জানাবে।	মহাপরিচালক, র‍্যাব; ডিআইজি, নৌ-পুলিশ; জেলা প্রশাসক,ঢাকা।
০৭।	গাবখান খাল ও বড়াইগ্রামে বড়াল নদীর তীরবর্তী জায়গায় এ অর্থবছরের মধ্যে ইকোপার্ক স্থাপন করতে হবে।	বিআইডব্লিউটিএ
০৮।	বুড়িগঙ্গার তীর দিয়ে রাস্তা করে স্থানে স্থানে বিন স্থাপন করতে হবে । এ'ছাড়া সকল সুয়ারেজ লাইনকে পাগলা সুয়ারেজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট এ সংযুক্ত করতে হবে।	ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন/ ঢাকা ওয়াসা
০৯।	শ্যামপুরে রাজউকের খালি প্লটে সেন্ট্রাল ই টি পি স্থাপনের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	পরিবেশ অধিদপ্তর/রাজউক

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিতঃ
১৮/০৭/২০১৬
(শাজাহান খান,এমপি)
মাননীয় মন্ত্রী
নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়।